উপসর্গ

- বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না।
- উপসর্গ অন্য শব্দের আগে বসে।
- উপসর্গ এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়।
- উপসর্গের উদ্দেশ্য ৫টি।
- উদ্দেশ্য ৫টি হলোঃ
  - নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়
  - শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়
  - শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে
  - শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে
  - শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে

- ভাষায় ব্যবহৃত অব্যয়সূচক শব্দাংশের নাম উপসর্গ।
- ‘কাজ’ একটি শব্দ। এর আগে ‘অ’ অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় ‘অকাজ’- যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থেও সংকোচন হয়েছে।
- উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই
- উপসর্গগুলোর অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।
- বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে।
- তিন প্রকার উপসর্গ হলোঃ ১. বাংলা ২. তৎসম /সংস্কৃত ৩. বিদেশি উপসর্গ

- **বাংলা উপসর্গ**

➢ বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি :
➢ ২১টিঃ অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

- নিচে এদের প্রয়োগ দেখে নেইঃ

	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
➢	অ	নিন্দিত অর্থে	অকেজো, অচেনা, অপয়া
		অভাব ”	অচিন, অজানা, অথৈ
		ক্রমাগত ”	অঝোর, অঝোরে
		নিরর্থক “	অঘর
➢	অঘা	বোকা ”	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
➢	অজ	নিতান্ত (মন্দ) ”	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ
➢	অনা	অভাব ”	অনাবৃষ্টি, অনাদর
		ছাড়া ”	অনাছিষ্টি, অনাচার
		অশুভ ”	অনামুখো

➢	আ	অভাব	”	আকাঁড়া,আধোয়া
		বাজে, নিকৃষ্ট	”	আকাঠা, আগাছা
➢	আড়	বক্র	”	আড়চোখে, আড়নয়নে
		আধা, প্রায়	”	আক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
		বিশিষ্ট	”	আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড় (আস্তাবর)
➢	আন	না	”	আনকোরা
		বিক্ষিপ্ত	”	আনচান, আনমনা
➢	আব	অস্পষ্টতা	”	আবছায়া, আবডাল
➢	ইতি	এ বা এর	”	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
		পুরনো	”	ইতিকথা, ইতিহাস
➢	ঊন/ঊনা	কম	”	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশে

➢	কদ্	নিন্দিত	”	কদবেল, কদর্য, কদাকার
➢	ক	কুৎসিত/অপকর্ষ	”	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর
	নি	নাই/নেতি	”	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট
➢	পাতি	ক্ষুদ্র	”	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু,পাতকুয়ো
➢	বি	ভিন্নতা/নাই বা নিন্দনীয়	”	বিভূঁই, বিফল, বিপথ
➢	ভর	পূর্ণতা	”	ভরটে, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে
➢	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	”	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
➢	স	সঙ্গে	”	সরাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট
➢	সা	উৎকৃষ্ট	”	সাজিরা, সাজোয়ান
➢	সু	উত্তম	”	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম সুকাজ
➢	হা	অভাব	”	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

➢ বাংলা উপসর্গ সাধারণত বাংলা শব্দের পূর্বেই যুক্ত হয়ে থাকে।

- **সংস্কৃত/তৎসম উপসর্গ**

➢ বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ হুবহু এসে গেছে।
➢ সংস্কৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের আগে বসে শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকোচন সম্প্রসারণ করে থাকে।
➢ তৎসম উপসর্গ বিশটি
➢ তৎসম উপসর্গ : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

'পূর্ণ' (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' যোগ করায় 'পরিপূর্ণ' হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ (অর্থে ও আকৃতিতে)।

➢ 'হার' শব্দের পূর্বে
- 'আ' যুক্ত করে 'আহার'
- 'প্র' যুক্ত করে 'প্রহার' (মারা)
- 'বি' যুক্ত করে 'বিহার' (ভ্রমণ)
- 'পরি' যোগ করে 'পরিহার' (ত্যাগ)
- 'উপ' যোগ করে 'উপহার' (পুরস্কার)
- 'সম' যোগ করে 'সংহার' (বিনাশ)

	উপগর্স	অর্থ	উদাহরণ
১	প্র	প্রকৃষ্ট/ সম্যক	প্রচলন (প্রকৃষ্ট রূপ চলন/ চলিত যা)প্রভাব, , প্রস্ফুটিত
		খ্যাতি	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ
		আধিক্য	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রসার
		গতি	প্রবেশ, প্রস্থান
		ধারা-পরম্পরা	প্রশাখা,
২	পরা	আতিশয্য	পরাক্রান্ত, পরায়ণ
		বিপরীত	পরাজয়, পরাভব
৩	অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
		নিকৃষ্ট	, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
		স্তানান্তর	অপসারণ, অপহরণ,
		বিকৃত	অপমৃত্যু
		সুন্দর	অপরূপ
৪	সম	সম্যক	সম্পূর্ণ,, সমাদর
		সম্মুখে	সমাগত, সম্মুখ
৫	নি	নিষেধ	নিবৃত্তি, নিবারণ
		নিশ্চয়	নির্ণয়
		আতিশয্য	নিদাঘ, নিদারুণ
		অভাব	নিষ্কাম

৬	অনু	পশ্চাৎ	অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ
		সাদৃশ্য	অনুকার
		পৌনঃপুন্য	অনুশীলন , অনুক্ষণ, অনুদিন
		সঙ্গে	অনুকূল, অনুকম্পা
৭	অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা
		সম্যক ভাবে	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
		নিমেণ/ অধোমুখিতা	অবতরণ, অবরোহণ
		অল্পতা	অবশেষ, অবসান, অবেলা
৮	নির	অভাব	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়, নির্ঘন
		নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
		বাহির/ বহির্মুখিতা	নির্গত,নিঃসরণ, নির্বাসন
৯	দুর	মন্দ	দুর্ভাগা, দর্দশা, দুর্নাম
		কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য
১০	অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
		উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
		ব্যাপ্তি	অধিকার,অধিবাস, অধিগত
১১	বি	বিশেষ	বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক,
		অভাব	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
		গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ
		অপ্রকৃতিস্থ	বিকার, বিপর্যয়

১২	সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুকৃতি
		সহজ	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
		আতিশয্য	সুচতুর, সকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
১৩	উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন
		আতিশয্য	উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুলল, উৎসুক, উৎপীড়ন
		প্রস্তুতি	উৎপাদন, উচ্চারণ
		অপকর্ষ	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট
১৪	পরি	বিশেষ রূপ	পরিপক্ব পরিবর্তন
		শেষ	পরিশেষ
		সম্যক রূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
		চতুর্দিক	পরিক্রমণ
১৫	প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
		বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
		পৌনঃপুন্য	প্রতিদিন, প্রতি মাস
		অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
১৬	অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
		অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত

১৭	অপি		অপিচ
১৮	অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত
		গমন	অভিযান, অভিসার
		সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ, অভিবাদন
১৯	উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ
		সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন
		ক্ষুদ্র	উপসাগর, উপনেতা
		বিশেষ	, উপভোগ
২০	আ	পর্যন্ত	আমরণ, আসমুদ্র
		ঈষৎ	আরক্ত, আভাস

বিদেশি উপসর্গ

- আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি-এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।
- কতগুলো খাঁটি উচ্চারণে আবার কতগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়।
- এ সঙ্গে কতগুলো বিদেশি উপসর্গও বাংলায় চালু রয়েছে।
- দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাংলা ভাষায় বেমালুম মিশে গিয়েছে। বেমালুম শব্দটিতে 'মালুম' আরবি শব্দ আর 'বে' ফারসি উপসর্গ।
- এরূপ : বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার ইত্যাদি।

- বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা শব্দের আগে বসে তেমনি তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে।

- বাংলা উপসর্গের মধ্যে 'আ, সু, নি, বি'-চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়।

- বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের ক্ষেত্রে যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয় সেই শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা।

    - যেমন : আকাশ, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ আ, সু, বি, নি এগুলোও বাংলা।

- বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের ক্ষেত্রে যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয় সে শব্দটি তৎসম হলে, উপসর্গটিও তৎসম হয়।

    - যেমনঃ আকণ্ঠ, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদাঘ তৎসম শব্দ। এসব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি তৎসম উপসর্গ।